প্রথম আলো

বিআইডিএসের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

প্রয়োজন ৬৫ লাখ দক্ষ শ্রমশক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৪ জুলাই ২০১৭, ০১: ৪৪

তৈরি পোশাক, নির্মাণ, চামড়াজাত, কৃষি প্রক্রিয়াজাত—এ রকম নয়টি খাতে আগামী তিন বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৫ লাখ দক্ষ শ্রমশক্তি দরকার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাতগুলোতে দক্ষ শ্রমশক্তি ছিল ৪২ লাখ ৪৪ হাজার।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) ‘বাংলাদেশে শ্রমবাজার এবং দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন অভিমত উঠে এসেছে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সচিবালয়ে গতকাল রোববার প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিবেদনটির মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন অর্থসচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষ এমনকি আধা দক্ষ শ্রমশক্তির বেশি অভাব পোশাক খাতে। এর পরই রয়েছে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত। দুটিসহ নয়টি খাতে দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমশক্তি বা মানবসম্পদ তৈরির বিকল্প নেই। বর্তমানের জন্য তো বটেই, ভবিষ্যতের জন্য আরও বেশি দরকার দক্ষ শ্রমশক্তি। আর এ জন্য দরকার যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনটি করা হয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ‘কর্মসংস্থান বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য দক্ষতা (এসইআইপি)’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায়। কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রউফ তালুকদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৯ খাতের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি, ১১ দশমিক ৩ শতাংশ। ৭ দশমিক ৭ শতাংশ নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নির্মাণ খাত। কর্মসংস্থান তৈরিতেও এ দুই খাতের অবদান ভালো। তবে খাত দুটিসহ কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পর্যটন, হালকা প্রকৌশল, চামড়াজাত পণ্য, স্বাস্থ্যসেবা, জাহাজ নির্মাণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে (আইসিটি) দক্ষ শ্রমশক্তির বড় অভাব।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, তৈরি পোশাক খাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দক্ষ ২২ লাখ ৫৮ হাজার, আধা দক্ষ ১২ লাখ ৩০ হাজার এবং অদক্ষ কর্মীর চাহিদা ছিল ৬ লাখ ১৮ হাজার। ২০১৫-২৬ অর্থবছরে এই খাতের জন্য ৫০ লাখ ২৭ হাজার দক্ষ লোকের দরকার পড়বে।

এ ছাড়া নির্মাণ খাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দক্ষ ১০ লাখ ১০ হাজার, আধা দক্ষ ১২ লাখ ৬০ হাজার এবং অদক্ষ ৯ লাখ ১০ হাজার জনের চাহিদা ছিল। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই খাতের জন্য দক্ষ ১৫ লাখ ৪০ হাজার, আধা দক্ষ ১৯ লাখ ২০ হাজার এবং অদক্ষ ১৩ লাখ ৯০ হাজার জনের দরকার পড়বে।

এভাবে মোট নয়টি খাতের ১০ বছরের একটি সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে এবং সে জন্য বাংলাদেশকে প্রস্তুতি নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরিতে প্রশিক্ষণের দরকার। বিদেশে গিয়ে কাজ করার জন্য তো লাগবেই, দেশের ভেতরের জন্যও দরকার বিপুল পরিমাণ দক্ষ জনগোষ্ঠী। অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা কাজ করছেন। শুধু

দক্ষতা কম থাকায় কম বেতন পাচ্ছেন তাঁরা। দক্ষতা বাড়লে নিজেরা যেমন লাভবান হবেন, দেশও উপকৃত হবে।

প্রশিক্ষণ পরিস্থিতি ও সুপারিশ

পোশাক খাতের যেসব বড় কারখানায় জরিপ করা হয়েছে, সেগুলোর ৭০ শতাংশ নিজেদের মতো করে শ্রমিকদের মৌলিক ও অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তবে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এই খাতের ১৫ লাখ লোকের প্রশিক্ষণ দরকার।

কৃষি প্রক্রিয়াজাত কিছু কারখানাও নিজেদের মতো করে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। তবে বেশির ভাগকেই নির্ভর করতে হয় অপর্যাপ্ত সরকারি প্রশিক্ষণ সুবিধার ওপর। দরকার এখন উচ্চপর্যায়ের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের।

বলা হয়, নির্মাণ খাতে প্রশিক্ষণ হচ্ছে, তবে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা যদি প্রতিবছর ১০ শতাংশ করেও বাড়ে, আগামী ১০ বছর পরও পরিস্থিতি একই জায়গায় থাকবে।

স্বাস্থ্যসেবা খাতের মধ্যে ডাক্তারের সংখ্যা ভালো থাকলেও অভাব রয়েছে সেবিকার (নার্স)। তবে সব মিলিয়ে এই খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে অন্তত ৪১ হাজার লোকের প্রশিক্ষণের দরকার হবে।

প্রতিবেদনমতে, পর্যটন খাতে বড় সমস্যা হচ্ছে বাস্তব প্রশিক্ষণের অভাব এবং আইটি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার ঘাটতি। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই খাতে প্রশিক্ষণ দরকার ১ লাখ ৪৪ হাজার লোকের।

শিল্প খাত বড় সমস্যায় ভোগে মধ্যম সারির ব্যবস্থাপকদের আইসিটি জ্ঞানের অভাব নিয়ে এবং এতে শিল্পের প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি হয় না। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০-২১ অর্থবছরে এই খাতে ১ লাখ লোকের প্রশিক্ষণের দরকার পড়লেও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের দরকার পড়বে ১০ লাখ ৫৯ হাজার লোকের।

চামড়াজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের অবস্থা খুবই খারাপ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, বর্তমানে এই খাতে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা অনেকটা সমুদ্রের মধ্যে এক ফোঁটা পানি ফেলার সঙ্গে তুলনীয়। তিন বছর পরই এই খাতে প্রশিক্ষণের দরকার পড়বে ১ লাখ ৮ হাজার এবং তার পাঁচ বছর পর দরকার পড়বে ১ লাখ ৫০ হাজার লোকের।